যায়যায়দিন

তারিখ ৩১ AUG 2013 পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি দিয়ে চলছে ছাত্রলীগ

লিংকন মাহমুদ

ছাত্রলীগ একটি ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন। বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাসের সঙ্গে সংগঠনটির নাড়ির সম্পর্ক। 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' জন্মের দুই যুগ আগে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ছাত্র সংগঠনটি। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময়ে নানা বিতর্কে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছেন তারা। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলও অন্যতম।

জানা যায়, ১১ জুলাই বর্তমান 'সোহাগ-নাজমুল' কমিটির মেয়াদ শেষ হয়। তবুও তাদের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি দিয়েই চলছে সাংগঠনিক তৎপরতা। ২০১১ সালে ১০ ও ১১ জুলাই কাউন্সিলের মাধ্যমে দায়িত্ব পায় বর্তমান কমিটি। সে সময়

ছাত্রলীগ : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ছাত্রলীগ : মেয়াদোত্তীর্ণ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বদিউজ্জামান সোহাগ সভাপতি এবং সিদ্দিকী নাজমুল আলম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সূত্র জানায়, নির্ধারিত সময়ে কাউন্সিল না হওয়ায় ছাত্রলীগের সিনিয়র অনেক নেতাই ক্ষুব্ধ। বিশেষ করে নির্ধারিত সময়ে কমিটি না হওয়ায় যারা বয়সের কারণে বাদ পড়ছেন তারা ক্ষুব্ধ হতাশ। তবে কেউ প্রকাশ্যে এ ব্যাপারে কথা বলতে চাইছেন না। কথা বললেই তিনি মাইনাস হবেন এমন আশঙ্কার কথা শোনা গেল তাদের মুখে।

জানা যায়, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রের ১১(খ) ধারাতে কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের কার্যকাল ২ বছর। উপরোক্ত সময়ের মধ্যে সম্মেলন আয়োজন করতে হবে। অন্যথায় নির্বাহী সংসদের কার্যকারিতা লোপ পাবে। কাউন্সিলের এ নিয়ম না মেনে মানা হচ্ছে বয়স উনত্রিশ, নিয়মিত ছাত্রত্ব থাকা এবং অবিবাহিত হওয়ার নিয়ম।

ছাত্রলীগের একটি সূত্র জানায়, এর আগের কমিটিও গঠনতন্ত্রের এ ধারাটি মানেনি। তখন থেকেই এ নিয়মটি চালু হয়। নির্ধারিত সময়ে কমিটি না হওয়ায় বয়স নির্ধারণের বেলায় সমস্যার সৃষ্টি হয়। তবে আওয়ামী লীগের হস্তক্ষেপের কারণে সময় নিয়ে শেষ পর্যন্ত আগের নিয়মটিই বহাল থাকে। আগের কমিটির মতো বর্তমান কমিটিও একই পথে হাঁটছে। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগ *যায়যায়দিন*কে বলেন, নেত্রী নির্দেশ দিলেই কাউন্সিল অনুষ্ঠানের জন্য তারা সব ব্যবস্থা করবেন। কাউন্সিলের তারিখ সম্পর্কে নেত্রী জানেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

কাউন্সিল অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির বিষয়ে সোহাগ বলেন, ইতোমধ্যে কাউন্সিলের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন তারা। যেসব কাজ বাকি আছে তাও সম্পন্ন করা হচ্ছে। জেলা পর্যায়ে কাউন্সিলগুলো করা হচ্ছে। ছাত্রলীগের কাউন্সিল একটি চলমান প্রক্রিয়া বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রের ১১(গ) ধারা অনুযায়ী 'বিশেষ বা জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে কমিটির কার্যকাল তিন মাস বৃদ্ধি করা যাবে। ওই সভায় প্রতিটি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সদস্যবৃন্দ যোগ দেবেন।' গঠনতন্ত্রে এমন নিয়ম থাকলেও তা মানা হয়নি বলে সংগঠনের একাধিক সূত্রে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

জানা যায়, মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও কাউন্সিল অনুষ্ঠানের প্রাথমিক কাজগুলোও করা হয়নি। নিয়মিত কাউন্সিল অনুষ্ঠানের বিষয়ে কোনো কাউন্সিল প্রস্তুতি বা উপ-কমিটি করা হয়নি। অন্যদিকে বিশেষ বা জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে বর্ধিত সভার মাধ্যমে কমিটির মেয়াদ বাড়ানো যায়। গঠনতন্ত্রের এ নিয়মটুকুও মানা হয়নি।

জানা যায়, বয়সের ফ্রেমে ছাত্রলীগকে বেঁধে দেয়ার পর প্রথম কমিটি ছিল রিপন-রোটনের। ছাত্রলীগের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় তারা দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রায় অর্ধযুগ সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তারা। ফলে বর্তমান কমিটি গঠনের বেলায় অনেক সিনিয়র নেতা সংগঠন থেকে ছিটকে পড়েন। এ ক্ষেত্রে তারা সেনা শাসনকে দায়ী করলেও বর্তমান কমিটি তার ব্যতিক্রম। এ কমিটি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে দায়ী করছেন। তার কারণেই নাকি কমিটি আটকে আছে।

সিন্ডিকেটের হাতে কমিটি : ছাত্রলীগের এক সহ-সভাপতি *যায়যায়দিন*কে বলেন, ছাত্রলীগের কমিটি সিন্ডিকেটের হাতে আটকে আছে। তারা চান না ঠিক সময়ে কাউন্সিল হোক। কারণ ঠিক সময়ে কাউন্সিল হলে যোগ্য অনেক নেতাকর্মীরা সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তাতে করে ওই সিন্ডিকেটের নির্দেশ তারা মানবেন না।

সংগঠনের একটি সূত্রে জানা যায়, বর্তমান কমিটির সভাপতি হয়েছেন বিগত কমিটির সম্পাদকীয় পদ থেকে। আর সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা একজন সহ-সম্পাদক। সভাপতি যদিও একটি হল ইউনিটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তবে সাধারণ সম্পাদক এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো হল ইউনিটেরও মূল নেতৃত্বে ছিলেন না।

ছাত্রলীগের কয়েকজন সিনিয়র নেতা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, এবারো একইভাবে কমিটি হতে পারে। কমিটির শীর্ষ পর্যায়ে থাকা সহ-সভাপতি ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকদের মধ্যে আগামী কমিটির সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক হওয়ার মতো অনেক যোগ্য প্রার্থী রয়েছেন। যথাসময়ে কাউন্সিল হলে তাদের মধ্য থেকেই নেতা নির্বাচিত হবেন। কিন্তু সময়মতো কাউন্সিল না হওয়ার আশঙ্কা করে তারা বলেন, বর্তমান কমিটির ন্যায় আগামী কমিটি হতে পারে।

ছাত্রলীগের একটি সূত্র জানায়, দুই এক মাসের মধ্যে কাউন্সিল না হলে সংসদ নির্বাচনের আগে আর কাউন্সিল হবে না। আর তা হলে আগামীতে কে সরকার গঠন করবে তার ওপর নির্ভর করবে কমিটি হওয়া না হওয়া। বিরোধী দলে আওয়ামী লীগ থাকলে কমিটি দীর্ঘায়িত হবে বলেই সিনিয়র নেতাকর্মীদের ধারণা। এতে ছাত্রলীগের চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়তে পারে বলে জানান তারা।

বর্তমান কমিটির কয়েকটি রেকর্ড : বর্তমান কমিটি কাউন্সিলের চারমাস পর ২৫১ সদস্যের জায়গায় ২২১ সদস্যের আংশিক কমিটি গঠন করে রেকর্ড গড়েছিলেন। দীর্ঘদিন তারা পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখেন। পরে গত এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে এবারই প্রথম চাকরিপ্রাপ্তদের বাদ দিয়ে নতুন করে কমিটি পুনর্গঠন করে রেকর্ড গড়েন। পুনর্গঠিত এ কমিটি নিয়েও তাদের রেকর্ড আছে। ছাত্রলীগের কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে ৪৯৫ সদস্য বিশিষ্ট পুনর্গঠিত কমিটি করা হয়েছে এবার। তবে পুনর্গঠিত কমিটির সংখ্যা নিয়ে দায়িত্বশীল পর্যায়ের কেউ কোনো কথা বলছেন না। এটা নিয়ে অনেকটা ধোয়াশার সৃষ্টি করে রেখেছেন তারা। এ ক্ষেত্রেও রেকর্ড তাদের।

বাদ পড়ার আশঙ্কায় ক্ষোভ : ঠিক সময়ে কাউন্সিল না হওয়ায় ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতাদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক নেতা রয়েছেন যারা বিভিন্নভাবে ছাত্রত্ব টিকিয়ে রেখেছেন, চাকরির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও চাকরিতে যাচ্ছেন না। আবার বিয়ের পিঁড়িতেও বসতে পারছেন না।

রাজনীতির স্বার্থে তাদের এ ত্যাগ হয়তো বয়সের ফ্রেমে বাঁধা থাকায় আর ঠিক সময়ে কাউন্সিল না হওয়ায় কোনো কাজেই আসবে না। এতে উদ্বিগ্ন তারা। তবে এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে কোনো কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না তারা। কথা বললেই তাকে স্থায়ীভাবে ছাত্রলীগের রাজনীতি ছাড়তে হবে এমন কথাই জানালেন অনেকে। ব্যতিক্রমও আছে। অপেক্ষাকৃত জুনিয়ররা কমিটি পিছিয়ে যাওয়ায় ফুরফুরে মেজাজে আছেন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে বহুসংখ্যক জুনিয়রকে নেতা রাখা হয়েছে। তারা চাইছেন না এখনই কমিটি হোক। কাউন্সিল যত পেছাবে ততই সিনিয়র নেতা বাদ পড়বেন আর জুনিয়ররা সিনিয়র হবেন।

এমন পরিস্থিতিতে সংগঠনের মধ্যে শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। তাদের যুক্তি হলো সময়ক্ষেপণের কারণে নেতৃত্বে আসার স্বপ্ন যাদের ভঙ্গ হবে তারা সংগঠনে জটিলতা সৃষ্টি করে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারেন। কারণ কাউন্সিল না হলে আগামী কমিটিতে বাদ পড়লেও এই কমিটিতে স্বপদে বহাল থাকবেন তারা। সে ক্ষেত্রে তাদের চেষ্টা হবে সরকারের শেষ সময়ে যে কোনো উপায়ে আখের গোছাতে এবং নানান বিশৃঙ্খলা তৈরি করে বর্তমান কমিটিকে বিতর্কিত করতে। যা আগামী সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করতে পারে।